দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...06 APR 2008...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫...

—কাজল হাজরা

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে

গোলটেবিলে বিশিষ্টজনের অভিমত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা পদ্ধতি স্থগিত রেখে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এ পদ্ধতি চালুর দাবি জানিয়েছেন দেশের শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, ছাত্র ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ। শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের অন্ধকারে রেখে এ পদ্ধতি চালু করা হলে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটবে। বক্তারা বলেন, হঠাৎ করে শিক্ষার্থীদের ওপর এ পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। চলতি মাসেই সেমিস্টার (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে

(১৮শ পৃঃ পর)

পরীক্ষা অথচ বিদ্যালয়ে এ বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্ররা কিছুই জানতে পারেনি। পাঠ্যপুস্তকে সনাতন পদ্ধতি বহাল রেখে এ পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। অভিভাবক ফোরাম আয়োজিত এ গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও টিআইবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কলামিস্ট ও সাংবাদিক সাদেক খান, অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আকতারুজ্জামান, ড. মুনায়েম আহমেদ নূর, অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক এডভোকেট আবেদ রাজা, ছাত্রলীগের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি এবার স্থগিত রেখে সবার অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, এ পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবকরা শঙ্কিত। শঙ্কার ভেতর দিয়ে শিক্ষা হয় না। শঙ্কা দূর করতে সংলাপ প্রয়োজন। তিনি বলেন, অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকদের এ দাবি নিয়ে জাতীয় সংলাপ হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, শিক্ষা সংস্কারে সেসিপ প্রকল্পের অধিকাংশ টাকা খরচ হয় কনসালটেন্সির কাজে। এডিবি'র অর্থায়নে প্রকল্প চলছে বলেই এমন হয়েছে। অথচ দেশে অনেক যোগ্য লোক ছিল যারা শিক্ষা সংস্কারে পরামর্শ ও মতামত দিতে পারত। তিনি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিসহ নানা যৌক্তিক দাবি আদায়ে অভিভাবকদের আন্দোলনমুখী হওয়ার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোকে পরীক্ষা পদ্ধতির কার্যক্রম স্থগিত করা উচিত। নির্বাচিত সরকারই দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ পদ্ধতি চালু করবে। ব্যাপক আলোচনা ও চিন্তাভাবনা ছাড়া সরকারের এ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। সরকারের এ সিদ্ধান্ত 'নট ওভে, নট রাইট'। দেশে শিক্ষার চিন্তায় দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যে শিক্ষকরা ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন এ পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের আগে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি আকস্মিকভাবে সূচনা করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। হঠাৎ নবম শ্রেণী থেকে শুরু করলে তা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অবক্ষয় হওয়ায় তারা স্কুলে শিক্ষা দিচ্ছেন না। বর্তমানে স্কুল চলে গেছে মাস্টারদের বাড়িতে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, খালি পেটে বড় চিন্তা করা যায় না। এ দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতি সঠিক, কোনটি সঠিক নয়-তা বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, ভাল চিন্তা হঠাৎ করে শুরু করলে তার ফল ভাল হয় না। তিনি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি স্থগিতের দাবি জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি সরকার নতুন নতুন শিক্ষানীতি তৈরি করে। অন্যদিকে শিক্ষা কমিশনের ফল পাওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, কোন্ শ্রেণী থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হবে তা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। বৈঠকে অভিভাবকরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর পূর্বে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, পাঠ্যপুস্তকে এ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এ পদ্ধতি চালুর দাবি জানান।